দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যালে ভর্তি কোচিং-এর নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে

॥ নিজামুল হক ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সহযোগিতার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এক শ্রেণীর কোচিং সেন্টার। কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রী আকর্ষণ করতে নানা অপকৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বুয়েটে চান্স পাওয়ার শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে প্রতারণা করা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের। এইচ এস সি পরীক্ষার

**শিক্ষার নামে বাণিজ্য-৩**

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

## শিক্ষার নামে বাণিজ্য-৩

(প্রথম পৃঃ পর)

পর সাধারণতঃ এ কোচিং সেন্টারগুলোর কার্যক্রম জমে উঠে। বিভিন্ন প্রতারণামূলক লিফলেট ও প্রসপেক্টাসের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও বুয়েটে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ও ছবি ছাপিয়ে তারা বিভ্রান্ত করছে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের। ঢাকা শহরের বাইরেও গড়ে তুলেছে এদের শাখা। এসব শাখায়ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করানো হয় শতভাগ চান্স পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে।

জানা যায়, বোর্ডের জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের বাসায় ফোন করা হয়। বিভিন্ন কলেজে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ ও তাদের কোচিং সেন্টারে পড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের এসব কোচিং সেন্টারের মার্কেটিং-এর কাজে ব্যবহার করা হয়। এজন্য থাকে আকর্ষণীয় কমিশন। ছাত্র-ছাত্রী পাওয়ার জন্য কলেজের শিক্ষকদের বাসায় বিভিন্ন উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে বা দরকষাকষি করে আকর্ষণীয় কমিশন দিয়ে ছাত্রদের 'ম্যানেজ' করানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের রয়েছে এজেন্ট। এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবার সাথে সাথে এরা পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোর সামনে গিয়ে বসে থাকে। পরীক্ষা দিয়ে বের হবার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিতরণ করা হয় কোচিং সেন্টারের নজরকাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ও ছবি সংবলিত প্রসপেক্টাস। তাদের বলা হয়, গোল্ডেন এ (+) পাওয়া ছাত্রদের বিনামূল্যে পড়ানো হবে এবং তাদের এককালীন আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হবে।

বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পর সেগুলোতে চান্স পাওয়া প্রথম সারির ছাত্রছাত্রীদের ছবি সংগ্রহ করা হয়। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিকভাবে সহযোগিতার লোভ দেখানো হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায়, শুধু ঢাকা শহরেই রয়েছে এক হাজারের অধিক কোচিং সেন্টার। এর শাখা হিসাব করলে দাঁড়ায় ৫ হাজারের বেশি।

অনুসন্ধানে আরো জানা যায়,"ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টার (ইউসিসি)" নামে একটি কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসে ২০০৬-৭ সেশনে গ ইউনিটে ৩২তম মেধাস্থান অধিকারী আবু নাসের মোহাম্মদ সাইফের ছবি ছাপানো হয়েছে। একই ছবি ছাপিয়েছে "ঢাকা কোচিং" নামে একটি কোচিং সেন্টার। এভাবে গ ইউনিটে ৬৮ তম মেধাস্থান অধিকারী দেওয়ান মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, ৯৫ তম মেধাস্থান ইসরাত জাহান অন্তরা, ৯৮ তম আসাদুর রহমান ভূঞা, ১০৯তম সোহেল রানা, ১৫২ তম মো শোয়াইব, ১৭২তম সিরাজুল হকের ছবি ছাপিয়েছে একইসঙ্গে ঢাকা কোচিং ও ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টার। এভাবে এই দুটি কোচিং সেন্টারের প্রসপেক্টাসে একই ছাত্র-ছাত্রীর ছবি ছাপানো হয়েছে। উভয় কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, আমাদের কোচিং থেকে যারা চান্স পেয়েছে, তাদের ছবিই আমরা ছাপিয়েছি।

একই ঘটনা ঘটেছে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের নিয়েও। শুভেচ্ছা নামের একটি কোচিং সেন্টার দাবি করছে, ভিকারুন্নেসা নুন কলেজের ছাত্রী নাজনীন আরা রোজি তাদের কোচিংয়ের ছাত্রী, আবার একই ছাত্রী তাদের কোচিং-এ পড়েছে বলে দাবি করেছে 'নিউক্লিয়াস' নামে একটি কোচিং সেন্টার।

আবার "অবজার্ভ" নামে একটি কোচিং সেন্টার তাদের প্রসপেক্টাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় ১৩ তম স্থান অধিকারী আবু ওবায়দার ছবি ছাপিয়েছে। তাদের দাবি ওবায়দা ঐ কোচিং সেন্টারের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ১২ তম স্থান অধিকার করে। অন্যদিকে ইউসিসি নামে অন্য একটি কোচিং সেন্টার আবু ওবায়দার ছবি ছাপিয়ে দাবি করেছে, তিনি তাদের কোচিং-এর ছাত্র ছিলেন।

কোচিং সেন্টারগুলোর দাবি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ইউসিসির ৫৫১ জন, ফোকাসের এক হাজার ৩৪৬ জন, ইউনিএইডের ৭৭৫ জন, লিডসের ৭৬১ জন, পলিট্রিনের ৩১০ জন, ঢাকা কোচিং-এর ২৫২ জন ও ওমেকার ৮৫১ জন। এ হিসেব দেখা যায়, কোচিং সেন্টারগুলো থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ৬ হাজারেরও বেশি। অথচ গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক,খ,গ ও ঘ ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৪৩৩ টি।

কোচিং সেন্টারগুলো প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে আদায় করেছে। এ অর্থ বিগত দিনের চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি কোচিং সেন্টারে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোচিং করছে। প্রতি কোচিং-এ এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলে অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ লাখ টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কয়েকটি কোচিং সেন্টারে তিন-চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। সে হিসেবে তাদের আয়ের পরিমাণ কোটি কোটি টাকা।

রফিকুল ইসলাম নামে এক ছাত্র জানায়, সে নটরডেম কলেজ থেকে গত বছর গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছিল। একদিন তার বাসায় একটি কোচিং সেন্টার থেকে ফোন করে অনুরোধ করা হয়, সে যেন তাদের কোচিং-এ নাম লেখায়। পড়ার জন্য টাকা দিতে হবে না। এমনকি তারা তাকে একটি কম্পিউটারও কিনে দেবে।

এছাড়া কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসেরও অভিযোগ রয়েছে। এসব কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা। তাদের পড়ানোর মান নিয়েও রয়েছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের নানা অভিযোগ।